যায়যায়দিন
৫ ফেব্রুয়ারি ২০১০ শুক্রবার

যতো বেশি রীতিনীতি ততো বেশি দুর্নীতি

ড. এম আজিজুর রহমান

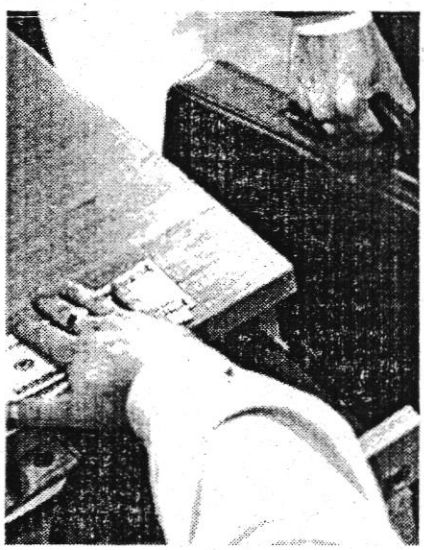

রীতিনীতি, সিদ্ধান্ত, সুপরিকল্পিত অর্থনীতি ইত্যাদি। আগেই বলা হয়েছে, Excess of everything is very bad. বেশি বেশি কোনো কিছুই ভালো না। স্বৈরশাসনের পরিবর্তে আইনের শাসন ভালো। তাই বলে আইনের বেড়াজাল তৈরি করে সমাজ ও মানব উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না। আইনের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে সমাজ, সামাজিক উন্নয়ন এবং জীবনমান বিভিন্নভাবে আক্রান্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সরকারি বুর্জোয়া, সংশ্লিষ্ট আইনি প্রক্রিয়া ও আইনের দৌরাত্ম্য মাত্রাতিরিক্ত হয়। সমগ্র দেশে উৎপাদন, উৎপাদন প্রক্রিয়া ও সেবা খাত, কৃষি, শিল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা সবকিছুই সরকারি দায়-দায়িত্বের ফাঁদে আটকা পড়ে। সিদ্ধান্তের দীর্ঘসূত্রতা, বুর্জোয়া প্রতিহিংসা, আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন, সর্ব ক্ষেত্রে স্বার্থ হাসিলের অপচেষ্টা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। ছোট থেকে বড় বিভিন্ন ধরনের বুর্জোয়া গোষ্ঠী আইনি প্রক্রিয়া, আইন ও আইনের বিধান, আইনসংশ্লিষ্ট রীতিনীতি ইত্যাদি তাদের অপশক্তি প্রয়োগের অস্ত্র ব্যবহার করে সামাজিক কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত প্রদানে দীর্ঘসূত্রতা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এভাবে গাড়ির চাকা থামিয়ে দিতে বুর্জোয়া আমলাদের কোনো ওজোর-আপত্তি থাকে না। সমাজে কতোটুকু ক্ষতি হবে, তা তাদের ভাবার বিষয় নয়। অন্যের ক্ষতি করতে পারলেই তাদের শান্তি ও প্রশান্তি। টেবিল-টু-হয়। আর সরকার বড় হলে সমগ্র দেশ বা দেশের কার্যক্রম এবং সমাজের ভূত-ভবিষ্যতের বেশিরভাগটা প্রায়ই সরকারি পিঞ্জিরায় বন্দি পাখির মতো আটকা থাকে। সরকার ছোট হলে সংক্ষিপ্ত আইন প্রণয়ন, রীতিনীতি সরকারি-বেসরকারি কার্যক্রম প্রকল্প ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধকতার স্বল্পতার কারণে সুসংগঠিত জাতি এবং এর সুউজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনের গতি সঞ্চারিত হয়। নিয়মনীতির আধিক্যতা আন্তর্জাতিকভাবে দেশি এবং আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি এবং বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। অনেক দেশ আন্তর্জাতিক রীতিবহির্ভূত সংস্কৃতি গ্রহণ করেও লাভবান হয়েছে। যেমন- পশ্চিমা প্রযুক্তি নিয়মিত ও অনিয়মিতভাবে আমদানি এবং তা দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করে জাপান আজ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম Industrial Country হতে পেরেছে। Intellectual Property Right & Law-কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চীন ও তাইওয়ানসহ অনেক উন্নত এশিয়ান দেশ পশ্চিমা দেশ থেকে গবেষণালব্ধ ফল আমদানি ও প্রয়োগের সর্ব রকমের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে সামগ্রিকভাবে লাভবান হয়েছে। উল্লেখ্য, আইনি প্রক্রিয়ার বাড়াবাড়িতে গাড়ির চাকা থেমে যাক, এরূপ আইন নিপাত যাক। বত্রিশ কোটি লোকের দেশ আমেরিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪ হাজার ৫০০, অর্থাৎ প্রতি এক কোটি জনসংখ্যার জন্য আমেরিকায় রয়েছে ১৪০টি বিশ্ববিদ্যালয়। বৃহৎ ভারতের জনসংখ্যা ১২০ কোটি। প্রতি এক কোটি লোকের জন্য ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন হলে ভারতে মোট ১৬ হাজার ৮০০টি বিশ্ববিদ্যালয় থাকার কথা। তার মাত্র ১৫ শতাংশ ধরলেও ভারতের প্রয়োজন হয় ২ হাজার ৫২০টি বিশ্ববিদ্যালয়। যদি ১৫ শতাংশের স্থলে শুধু ৬ শতাংশ ধরি তবুও ভারতে প্রয়োজন হয় ১ হাজার ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়। চেন্নাইয়ে (পূর্বের মদ্রাজ) এক জনসমাবেশে ভারতের প্রধান বিচারপতি দুই বছর আগে ২০০৮ সালে বলেছিলেন ভারতে এক হাজার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন। কিন্তু বামপন্থী কিছু জনগণের মনমানসিকতা এবং গতানুগতিক বৃটিশ আইনের বেড়াজালে পড়ে ভারতবাসীর উচ্চশিক্ষার এ মহৎ দাবি পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। জনসংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে আমেরিকার তুলনায় বাংলাদেশেও প্রায় ২ স্মরণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব চত্বর প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শতকরা ৫ ভাগ অর্থসচ্ছল ও মেধাবী ছাত্রকে বিনা বেতনে পড়াতে হবে। বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়পড়তা ২৫ ভাগ বা তদূর্ধ্ব রেভিনিউ ব্যয় করে অর্থসচ্ছল ও মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি দেয়। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শতভাগ ছাত্রকে নামমাত্র বেতনে পড়ায়। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮০ ভাগ ছাত্র যদি সচ্ছল পরিবার থেকে আসে, তাহলে সবাইকে নামমাত্র পড়ানোর অর্থ হলো মানবসম্পদের অসম বণ্টন, যা সামাজিক উন্নয়নে বড় অন্তরায়। সামগ্রিকভাবে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় এক লাখ বিএড ডিগ্রিধারী শিক্ষক এবং এক লাখ বিপিএড ডিগ্রিধারী শিক্ষকের প্রয়োজন। বিএড ও বিপিএড ডিগ্রিধারীদের এতো চাহিদা থাকা সত্ত্বেও এখন আর কোনো বিএড বা বিপিএড শিক্ষার্থী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ নিবন্ধন পরীক্ষার প্রতিবন্ধকতা এবং একটি সরকারি প্রজ্ঞাপন যেখানে বলা হয়েছে, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ছাড়া এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা অন্য কোথাও ট্রেনিং নিতে পারবেন না। বেশি বেশি রীতিনীতির উদাহরণ হিসেবে আরো উল্লেখ্য, অসুস্থ রোগীর উচ্চমানের চিকিৎসায় দেশের বাইরে যেতে হলে জরুরি প্রয়োজনে আনুষ্ঠানিকতার তোয়াক্কা না করে নীতিবহির্ভূতভাবে অধিক পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গে নিতে হয়। আবার বিদেশ ভ্রমণে পাসপোর্টে ৫০০ ডলার এনডোর্সমেন্টের বিধানটি অতি অল্প বাস্তবহির্ভূত ইত্যাদি-এগুলোকে বলে বেশি রীতিনীতি ও বেশি দুর্নীতি।

বাস্তববহির্ভূত হওয়ায় বা বাস্তবতার সঙ্গে সংগঠিত না থাকায় অনেক রীতিনীতি দুর্নীতিতে পর্যবসিত হয়। মানুষের স্বার্থে, মানুষের বৃহৎ কল্যাণে আইন ও আইনসংশ্লিষ্ট বিধিবিধান, এবং রীতিনীতি বাস্তবসম্পন্ন হতে হবে। মনে রাখতে হবে, মানুষের জন্য আইন। আইনের জন্য মানুষ নয়। মানুষের জন্য সরকার ও সরকারি বুর্জোয়া। সরকার ও সরকারি বুর্জোয়াদের জন্য মানুষ নয়। আবারো উল্লেখ্য, মানুষের বৃহৎ স্বার্থে এবং মানবিক কারণে আইন ও রীতিনীতি হবে স্বল্প, সংক্ষিপ্ত, বাস্তবমুখী, বোধগম্য এবং মানবজাতির সুবিধার্থেই তা প্রয়োগযোগ্য।

ড. এম আজিজুর রহমান: কলাম লেখক, ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি।